



তৃণমূল কংগ্রেসের সাহায্য



প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ৯ অক্টোবর ।। গুজুরার তেলিয়ামুড়তে ট্রেনে থাকা খেয়ে জখম গুভম সরকার নামে একজন শিশু। তার বয়স ৯ বছর, বাড়ি তেলিয়ামুড়ার হালাহালি এলাকায়। মাথায় গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে জিবিপি হাসপাতালের ট্রমা সেন্টারে

ভর্তি হয়। ওর স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নিতে ত্রিপুরার যুব তৃণমূলের আহ্বায়ক বাপ্টু চক্রবর্তী, যুব তৃণমূলের সদস্য দীপা দ্বিতী চক্রবর্তী-সহ ছাত্র নেতা জয় দাস গিয়েছিলেন। ত্রিপুরার যুব তৃণমূলের পক্ষ থেকে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে। শিশুটি তেলিয়ামুড়ার তুষা

বাড়ি রেলস্টেশন এলাকায় ট্রেনে থাকা খেয়েছিল। ধর্মনগর থেকে আগরতলার পথে যাচ্ছিলেন ট্রেনটি। ছোট্ট ছেলেটিকে তেলিয়ামুড়ার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তার আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাকে আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ফেস্টিভালের পরে ফেস্টিভাল অ্যাডভান্স !

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ অক্টোবর ।। উৎসবের আনন্দ উদ্‌যাপনে অর্থনৈতিক অবস্থা যাতে কোন বাধা না হয়, সেই লক্ষ্যে কর্মচারী সমুদয়ের জন্য এবার রাজ্য সরকার যেন কল্পনাতন্ত্র। রাজ্য সরকারের নিয়মিত কর্মচারী সহ সমগ্র শিক্ষক, এনএইচএম, এমজিএন রেগা প্রকল্পের চুক্তিবদ্ধ কর্মচারীদের ফেস্টিভাল অ্যাডভান্স ৫ হাজার থেকে বাড়িয়ে চারগুন অর্থাৎ ২০ হাজার করে দিয়েছে। সেই সাথে এই প্রথম অঙ্গনওয়াড়ি দিদিমণি, সহায়িকা এবং হোমগার্ডদেরও ফেস্টিভাল অ্যাডভান্স হিসাবে ৫ হাজার টাকা করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে সরকার। শুধুমাত্র কর্মচারীদের উপকারই নয়, এই সরকারের এই উদ্যোগ বাজার অর্থনীতির পক্ষেও যে খেপেই ইতিবাচক হবে এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে সরকারের এই উদ্দেশ্যে সার্থক রূপায়নের জন্য সুবিধাভোগী কর্মচারীদের হাতে উৎসব গুরুতর আগেই যোবিত আগাম অর্থরাশি পৌঁছানো জরুরি, যাতে উৎসবের দিনগুলিতে তারা ওই অর্থ বাজারে খরচ করতে পারে। তাহেই না কর্মচারী, ব্যবসায়ী সহ সকল অংশের মানুষের উৎসব উদ্‌যাপন গতিশীল ও মনোগ্রাহী হবে। এখন প্রশ্ন হল, সকল কর্মচারী (আগাম অর্থরাশি গ্রহণে ইচ্ছুক) কি উৎসবের আগে বা উৎসব চলাকালীনই তার অর্থরাশি হাতে পাবে? অন্ততঃ অঙ্গনওয়াড়ি দিদিমণি, সহায়িকা এবং হোমগার্ডদের ক্ষেত্রে উৎসবের আগে এই আগাম অর্থরাশি হাতে আসা একেবারেই অসম্ভব। সমগ্রশিক্ষক প্রকল্পের ৫ সহস্রাধিক শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও এই সম্ভাবনা ক্ষীণ। অঙ্গনওয়াড়ি দিদিমণি, সহায়িকা এবং হোমগার্ডদের ফেস্টিভাল অ্যাডভান্স প্রদানের নির্দেশিকায় স্বাক্ষর হয়েছে গত গুজুরার অপর্যায়। স্বাক্ষর করেছেন রাজ্য

সরকারের ডেপুটি সেক্রেটারি এ দেববর্মা। এই নির্দেশিকা সরবরাহ করা হয়েছে ৯ অক্টোবর অর্থাৎ শনিবার। এরমধ্যে শনি ও রবি দুইদিন সমস্ত সরকারি কার্যালয় এবং ব্যাঙ্ক বন্ধ। উৎসব গুরুতর আগে খোলা কেবল একদিন। তা হল সোমবার। মঙ্গলবার থেকে দশমী অবধি একটানা সব বন্ধ। ওই একদিনে আগাম নিতে ইচ্ছুক কর্মচারীদের আবেদনপত্র ও অ্যাকুইটেশন সংগ্রহ করে তার বিল তৈরি করার পর ট্রেজারি থেকে পাস হয়ে ব্যাঙ্ককে পৌঁছানো, এরপর ব্যাঙ্ক প্রত্যেকের অ্যাকাউন্টে ওই অর্থরাশি জমা করবে তারপর কর্মচারীরা ওই টাকা তুলতে পারবে। এরমধ্যে আবার গানের উপর বিস ফোঁড়া হল অধিকাংশ কর্মচারীর সেন্সারি অ্যাকাউন্ট রয়েছে গ্রামীণ ব্যাঙ্ককে। এই ব্যাঙ্ককে আবার অপারেটিং সিস্টেমে কাজ চলায় গত তিন মাস যাবৎ এটিএম পরিষেবা সহ অনলাইন ট্রানজেকশন হচ্ছে না। ফলে টাকা তুলতে হবে ব্যাঙ্ক থেকে। সোমবারের পর থেকে ব্যাঙ্কও বন্ধ। ফলে কোন অবস্থাতেই উৎসবের আগাম অর্থরাশি

উৎসবের দিনগুলিতে পাচ্ছেনা ওই কর্মচারীরা। অথচ রাজ্য সরকার এই নির্দেশ দুই দিন আগে দিলেই সবাই সঠিক সময়ে আগাম অর্থরাশি পেয়ে যেত। যাতে সকলেই উপকৃত হত আর সরকারের উদ্দেশ্যও সফল হত। এদিকে সমগ্রশিক্ষক প্রকল্পের কর্মচারীদের এখনো পূজা এগ্রেসিয়া অ্যাডভান্স ইত্যাদি কিছুই যেনি। নকরত। বছরের অন্য সময় এক-দুই তারিখের মধ্যে বেতন দিয়ে থাকলেও এই উৎসবের মাসে এসে এই প্রকল্পের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন দেওয়া শুরুই করেছে ৭ তারিখের মধ্যে। যেতন দিয়ে থাকলেও এই উৎসবের মাসে এসে এই প্রকল্পের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন দেওয়া শুরুই করেছে ৭ তারিখ থেকে। এ যেন বৈরিতাপূর্ণ আচরণ। ফলে হাতে থাকা আর মাত্র একদিনে পূজা এগ্রেসিয়া, অ্যাডভান্স ইত্যাদি ওই চুক্তিবদ্ধ শিক্ষক-কর্মচারীরা আদৌ পাবে কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে বৈকি। মূলত আমলা নীতির প্রশাসনের কাজ থেকে এর চেয়ে ভালো আশাই করা যায় না। তবে সরকারের দেওয়া সুবিধা মানুষ সঠিক সময়ে পাচ্ছে কিনা মনোর প্রয়োজন নেই, মন্ত্রী সাস্ত্রী আর ভক্তবৃন্দের ন্যায়াজ্ঞাপন ও প্রচারে কোন ঘটটি থাকা চলবে না।

স্ত্রীর নামে রেশন শপ বাগালেন উপপ্রধান !

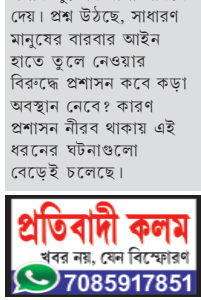
প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৯ অক্টোবর ।। ক্ষমতা হাতে থাকলে কি না করা যায়। ক্ষমতার জোরে সরকারি সুযোগসুবিধা ভোগ করা এরাঞ্জের ক্ষমতাবান নেতাদের পুরোনো অভ্যাস। বামেরা যে পথ দেখিয়ে গেছে। গিয়েছিল রাম আমলের একাংশ নেতাও সেই পথেই হাঁটছেন বলে অভিযোগ। তাদের জন্য দল, সরকারের ভূমিকা নিয়ে যতই প্রশ্ন উঠুক না কেন এতে সুবিধাভোগী নেতাদের জন্য কিছুই আসে যায় না। আর একজন নেতার একই ধরনের কার্যকলাপ নিয়ে বারবার সমালোচনা হওয়ার পরেও যদি

বাসন্ত্য গ্রহণ করা হয় তাহলে ধরে নিতে হবে তার উপর মহলের নেতারাও সবকিছু সম্পর্কে অগত্যা আছেন। জেলাইবাড়ি ব্লকের দেবদার পঞ্চায়েতের উপপ্রধান দেবাশিস ভৌমিককে নিয়ে এলাকায় এখন সমালোচনা ভূমুদে। কারণ ওই পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ উপপ্রধানের স্ত্রীকে রেশন দোকান প্রদানের জন্য সন্তায় সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর পেছনে উপপ্রধানবাবুর কোনও চেষ্টা ছিল না তা বললেও কেউই বিশ্বাস করবেন না। কারণ এলাকাবাসী ভালো করেই জানেন ওই এলাকায় উপপ্রধানই শেষ কথা বলেন। প্রধান

সহ অন্য পঞ্চায়েত সদস্যরা থাকলেও উপপ্রধানের গুরুত্ব বেশি সবার কাছে। এখন প্রশ্ন উঠছে, সবাই তাকে গুরুত্ব দেন বলেই নাকি নিজের স্ত্রীর নামে রেশন দোকান বাগিয়ে নিচ্ছেন? গ্রামে রেশন দোকান পরিচালনার মতো লোকের অভাব নেই। তাসত্ত্বেও কিসের সিদ্ধান্ত হলে? এর পেছনে কি ধরনের খেলা চলছে তা বলায় অপেক্ষা রাখো না। এখন গ্রামের সবার মুখে মুখে শুধুই উপপ্রধানকে নিয়ে আলোচনা ও সমালোচনা।

শিক্ষকের গলায় জুতোর মালা

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৯ অক্টোবর ।। ধলাই জেলার পর দক্ষিণ জেলা। দুটি ঘটনা অবশ্য একইদিনে ঘটেছিল। কিন্তু দক্ষিণ জেলার সার্বম পোয়াংবাড়ির ঘটনাটি ভাইরাল হয় শনিবার। রাজ্যের দুই প্রান্তে অনৈতিক কার্যকলাপের জন্য দুই শিক্ষককে জুতো পেটা এবং জুতোর মালা পরিয়ে দেওয়ায় ফের মানবাধিকার লঙ্ঘনের প্রবণতা বৃদ্ধির বিষয়টি স্পষ্ট করছে। সপ্তম শ্রেণির ছাত্রীকে শ্রীলতাহানি করার চেষ্টার অভিযোগে সার্বম পোয়াংবাড়িতে একজন শিক্ষককে চরম শাস্তি দিয়েছে এলাকাবাসী। ওই শিক্ষককে প্রথমে গালাগালি দেওয়া হয়। পরে তার গলায় জুতোর মালা পরিয়ে গোটা এলাকা ঘুরায় তারা। ৫৫ বছরের শিক্ষক অমর দেববর্মাথেকে গলায় জুতোর মালা নিয়ে রাস্তায় ঘুরতে দেখে সবাই অবাক হয়ে যান। এলাকাবাসীর অভিযোগ, ওই শিক্ষক এক ছাত্রীর বাড়িতে গিয়ে একাকিন্ধের সুযোগে তার শ্রীলতাহানি চেষ্টা করে। মেয়েটির চিংকার শুনে এলাকাবাসী ছুটে আসেন। তারা ওই শিক্ষককে পেটাই করে গলায় জুতোর মালা পরিয়ে দেয়। প্রশ্ন উঠছে, সাধারণ মানুষের বারবার আইন হাতে তুলে নেওয়ার বিরুদ্ধে প্রশাসন কবে কড়া অবস্থান নেবে? কারণ প্রশাসন নীরব থাকায় এই ধরনের ঘটনাওগো বেড়েই চলেছে।



সমগ্রশিক্ষায় বদলি, ক্ষোভে ফুঁসছে শিক্ষক-শিক্ষিকারা

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ অক্টোবর ।। সমগ্র শিক্ষা কিংবা সর্বশিক্ষার শিক্ষকদের নিয়মিতকরণের বিষয়টি নিয়ে এখনও চর্চা চলছে। ত্রিপুরা উচ্চ আদালতে এই সংক্রান্ত বিষয়ে আদালত অবমাননার মামলাও চলছে। কিন্তু এই মামলার বিষয় নিয়ে যখন জোর আলোচনা চারদিকে কিংবা নিয়মিতকরণের জোরালো দাবি তুলে সমগ্র কিংবা সর্বশিক্ষার শিক্ষক কর্মচারীরা ময়দানে, তখন নতুন করে তাদের ছাত্রীকে শ্রীলতাহানি করার কাজে বদলির নির্দেশ পৌঁছে যাচ্ছে। সর্বশিক্ষার শিক্ষকদের সবাইকে নিয়মিতকরণের বিষয়ে কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে কিনা সেটা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে রাজ্য সরকার যে সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে, তাতে সমগ্র শিক্ষার শিক্ষকরা পুরোদমে সন্তুষ্ট হতে পারেনি। তারা দাবি করেছে, সবাইকে নিয়মিত করতে হবে। কিন্তু সমগ্র শিক্ষার শিক্ষকদের সবাইকে নিয়মিত না করে প্রায় নিয়মিতকরণের রাস্তায় হাঁটছে সরকার। এই সংক্রান্ত বিষয়ে ত্রিপুরা উচ্চ আদালতে মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী ৯ নভেম্বর। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে রাজ্য সরকার তাদের সিদ্ধান্তের পূর্ণ বিবরণ ত্রিপুরা উচ্চ আদালতকে দিতে হবে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তরফে— তাদের কেন এক জেলা জেলায় বদলি করা

পুজো আগাম ও বোনাসে কোপ

হচ্ছে। সমগ্র শিক্ষার শিক্ষকদের তরফে জানানো হয়েছে তাদের মধ্যে অনেকেই এক জেলা থেকে অন্য জেলায় বদলি করা হচ্ছে সংপ্রতি। যেহেতু গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের রায়কে মান্যতা না দেওয়ায় সমগ্র তথা সর্বশিক্ষার শিক্ষকরা আদালত অবমাননার মামলা করেছে, সেই কারণে প্রতিহিংসামূলক তাদেরকে বদলি করা হচ্ছে বলে অভিমত। গোটা বিষয়টি নিয়ে তারা ক্ষোভ ব্যক্ত করেছে। একদিকে তাদের নিয়মিতকরণের বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়। অন্যদিকে যারা যেহেতু সংগঠিত হচ্ছে, সমগ্র শিক্ষায় নতুন করে সংগঠন তৈরি করে নিয়মিতকরণের জোরালো দাবি তুলছে। তখন নাকি আপোলন দুর্বল করতে বদলি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছে গোটা। সমগ্র শিক্ষা শিক্ষকদের এক জেলা থেকে দূরে জেলায় বদলি করার বিষয়টি আক্রমণমূলক বলে দাবি তাদের। দীর্ঘ বছর ধরে সমগ্র তথা সর্বশিক্ষার শিক্ষকদের নিয়মিতকরণের বিষয়টি নিয়ে জোর চর্চা চলছে। তারা মনে করে এই বিষয়ে সরকার আন্তরিক হলে তাদের নিয়মিতকরণের বিষয়টি থেকে অন্য জেলায় বদলি করা

রাখেনি বলে দাবি তাদের। সর্বশিক্ষার শিক্ষকদের বদলির বিষয়টি নিয়ে তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করেছে তারা। তারা অনেকে মনে করে, এটা প্রতিহিংসামূলক বদলি। যেহেতু সরকারের বিরুদ্ধে আইনি লড়াই চলছে। তাই শিক্ষকদের দূরদুরান্তের জেলায় বদলি করে চরম হযরানি করা হচ্ছে। বর্তমান প্রেক্ষিতে সমগ্র তথা সর্বশিক্ষার বিষয়টি যথেষ্ট আলোচনার মধ্যে রয়েছে। কোনও কোনও মহল বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখছে। আবার কারোর কারোর মতে, সমগ্র তথা সর্বশিক্ষার শিক্ষকদের আপোলনই সরকার তাদের সিদ্ধান্ত বদল করবে। তাই ইতিপূর্বে সর্বশিক্ষার শিক্ষকদের নেতা বাস্তব দেববর্মার নেতৃত্বে কর্মসূচি শুরু হয়েছে। পুজোর পর এই কর্মসূচি আরও বেশি জোরালো হবে বলে দাবি করেন আন্দোলনকারীরা। ২০১৭ সালে ওরিয়েন্ট টেমুহনিতো সর্বশিক্ষা শিক্ষকদের আমরণ অনশন ছিল নিয়মিতকরণের দাবিতে। তখন আমরণ অনশন কর্মসূচিতে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী, বর্তমান শিক্ষামন্ত্রীও উ পস্থিত হয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, বিজেপি দল ক্ষমতায় এসে সর্বশিক্ষা শিক্ষকদের নিয়মিত

করবে। কিন্তু বর্তমান সরকারে আছে বিজেপি। তাদের দাবি পূরণ হয়নি বলে অভিযোগ। যদিও বাম আমল থেকেই সর্বশিক্ষা তথা সমগ্র শিক্ষার শিক্ষকদের নিয়মিতকরণের দাবি নিয়ে ত্রিপুরা উচ্চ আদালতে মামলা চলছে। সেই মামলার পরিশ্রেক্ষেই গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরা উচ্চ আদালত রায় প্রদান করে। তবে এই ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার আদালত রায়ের অবমাননা করেছে বলে পাল্টা মামলা চলছে বর্তমানে। অবশ্য রাজ্য সরকারের তরফে সিদ্ধান্তের কথাও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সমগ্র শিক্ষার শিক্ষকদের দাবি তাদের সবাইকে নিয়মিত করতে হবে। এদিকে সমগ্র শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষা কর্মীদের পুজা আগাম ও বোনাস দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। বেশ কয়েকজন শিক্ষক এবং শিক্ষা কর্মী অভিযোগ করেছে তারা পুজো বোনাস এবং আগাম পায়নি। গোটা বিষয়টি নিয়েই জোর চর্চা শুরু হয়েছে। একদিকে তাদের বদলি, অন্যদিকে নিয়মিতকরণের বিষয় আর পুজোর আগাম ও বোনাস বঞ্চার বিষয়টি এখন আলোচনার অন্যতম অধ্যায় বলে অনেকেই মনে করে।

গুলি কাণ্ডের পেছনে পাচার গন্ধ ছাত্রীর মৃত্যু

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, বঙ্গনগর, ৯ সেপ্টেম্বর ।। যুব মোর্চার বঙ্গনগর মণ্ডলের সহ-সভাপতির উপর হামলার ঘটনায় বেশ দ্রুতই মামলা মের কলমচৌড়া থানার পুলিশ। যা খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা যায় বলে অভিযোগ। মোট ৬ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। মামলার অভিযুক্তরা হল— পলাশ মিঞা, শাহিন আলম, শাকিল আহমেদ, প্রদীপ নমঃ, সেরা উদ্দিন এবং বিল্লাল মিঞা। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৮১/৩২৫/৩৪ ধারায় মামলা করা হয়। তবে গুজুরার রাতের ওই গুলি কাণ্ড নিয়ে রহস্য দানা বেঁচেছে স্থানীয়দের মধ্যে। এলাকায় কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে ওই হামলার ঘটনার পেছনে মূল কারণ সীমান্তের পাচার বাণিজ্য। যুব নেতা আবুলের বয়ান অনুসারে মোঃ পলাশ গুজুরার রাত ৭টা নাগাদ তার বাড়ির সামনে এসে দুই রাউন্ড গুলি চালায়। আবুল মাটিতে শুয়ে পড়লে তাকে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে পলাশ বাহিনী সোহান থেকে চলে যায়। তদারকির দায়িত্ব রয়েছে রাজ্য সরকারের হাতে। এই সড়ক নির্মাণ নিয়ে বিপর্যয় অভিযোগ উঠে এসেছে উত্তর জেলা থেকে। কৈলাসহর হইতে কুর্তি ১১.২৫০ কিমি যে রাস্তা নির্মিত হচ্ছে তার বরাতপ্রাপ্ত স্বেচ্ছা স্বানীয় নাগরিকরা অসন্তুষ্ট। কারণ কাজে গরমিল চলছে বলে অভিযোগ। ওই সংস্থার হাতে প্রায় ৮৩ কোটি টাকার কাজ তুলে দেওয়া হলোও তারা সঠিক সময়ে তা সম্পন্ন করতে পারবে কিনা এলাকাবাসী সন্দেহ প্রকাশ করেছে। কারণ ওই সংস্থার হাতে এতদূর কাজ করার জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, মেশিন, গাড়ি কিছুই নেই। এমনকি তাদের বাইক পর্যন্ত নেই বলে অভিযোগ। তাদের কাছে শুধুমাত্র বিকল হওয়া একটি জলের গাড়ি এবং দু-তিনজন সাইট

যারা হাসপাতালে নিয়ে যান তাদের দৃষ্টিভঙ্গি। আবুলের বাড়ি থেকে সেরা উদ্দিন। আবুল জানান, আক্রমণের সময় সেরা উদ্দিন পলাশের সাথে ছিল। আবুলের বাড়ির মানুষ সেরা উদ্দিনের উপর আক্রমণ করতে চাইলে পুলিশ সেরা উদ্দিনকে থানায় নিয়ে যায়। এরপর পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত করে কোন দ্রুত বুজ পায়নি। ঘটনা নিয়ে পুলিশেরও সন্দেহ বাড়তে থাকে। এদিকে, গুজুরার রাত আনুমানিক সাড়ে এগারোটা নাগাদ কলমচৌড়া পঞ্চায়েতের রতনসোলা গ্রামের এক মহিলার বাড়িতে দা দিয়ে আক্রমণ করে ক্ষমতাশালীরা। মহিলার ঘরের

টিনের বেড়া কেটে পালিয়ে যায় দৃষ্টিভঙ্গি। আবুলের বাড়ি থেকে পলাশের বাড়ি তিন কিঃমিঃ দূরে এবং ওই মহিলার বাড়ি প্রায় তিন কিঃমিঃ দূরে। পুরো ঘটনাটি নিয়ে এলাকাবাসীর মনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। জানা গেছে, পলাশ কর্তৃকক্ষয় যুবকে নিয়ে আশাবাদি এলাকায় কলমচৌড়ারবাস করে। এলাকাবাসীর কথা অনুযায়ী কিছুদিন আগে শড়িপাচার নিয়ে দুই গোষ্ঠীর বিবাদ হয়েছিল। পরে এদিকে ক্ষমতাশালীরা দলীয় অবিস ঋণাংগো সজ্ঞ হওয়ার কথা ছিল শনিবার। তাই এখন সবাই প্রশ্ন তুলছেন ঋণাংগো সভা এড়াবার জন্যই কি গুলিকাণ্ডের অবতারণা?

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ৯ সেপ্টেম্বর ।। পরিবারের সদস্যদের অনুপস্থিতিতে আত্মঘাতী যন্ত্র শ্রেণির ছাত্রী। মর্মান্তিক ঘটনা পানিসাগর নগর পঞ্চায়েতের সাত নং ওয়ার্ডে। স্থানীয় বাসিন্দা দীপকর দাসের মেয়ে অনুষ্ঠি দাস নিজ বাড়িতে খানো ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করার ঘটনায় শোকের আবহ বিরাজ করছে। অন্যান্য দিনের মতো কালের সন্ধানে বাবা, মা দুঃজনেই চলে যান। মেয়েটির বড় ভাই পানিসাগর বাজারে একটি জুতোর দোকান কর্মরত। দুপুরের খাবার খেতে বাবা দীপকর দাস বাড়িতে এসে ঘরের দরজা খুলে মোের বীভৎস রূপ দেখে চিৎকার করতে থাকেন। তিনি সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকে বিষয়টি জানান। মহিলাও এই কথা শুনে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। ঘটনা চাউর হতেই এলাকাবাসী ছুটে এসে মেয়েটিকে বাঁচানোর জন্য তড়িৎপি পানিসাগর হাসপাতালে নিয়ে আসে। হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক ডঃ কল্লোল বিশ্বাস পরীক্ষা নিরীক্ষা করার পর মেয়েটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে খবর পেয়ে মেয়েটির বড় ভাই হাসপাতালে ছুটে এসে কল্লায় তেড়ে পড়েন। তিনি কল্লয়ে কাঁদতে জানান, আগের দিন একমাএ ছোট বোনকে পুজার নতুন কাপড়, নতুন জুতো এবং প্রস্রাধন সামগ্রী কিনে দিয়েছেন। এরবিকল্প পেয়ে বোনটি আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠেছিল। এদিন হাসপাতালে বোনকে মৃত অবস্থায় দেখে তিনি বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। হতরির বাবা-মা মানুষের বাড়ি ঘরে কাজ করে মেয়েটিকে পড়াশোনা করিয়েছেন। টাকার অভাবে ছেলেকে পড়াশোনা করতে না পারায় মেয়েকে নিয়ে তারা অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন। কিন্তু তাদের সব আশা খুঁসিয়ে হয়ে গেল এই ঘটনায়। তবে কি কারণে মেয়েটি চ্যম পদক্ষেপ নিল তা কেউই বুঝে উঠতে পারছেন না।

জ্বালানি ইম্যুতে কংগ্রেসের আন্দোলন

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি, আগরতলা, ৯ অক্টোবর ।। পেট্রোল-ডিজেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এবার মাঠে নামলো কংগ্রেস। প্রদেশ কংগ্রেস ভবনের সামনে আয়োজিত প্রতিবাদ কর্মসূচিতে প্রদেশ সভাপতি বীরজিং সিন্হা, ছাত্র নেতা সম্রাট রায়-সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। বর্তমান প্রেক্ষিতে পেট্রোল-ডিজেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে জনগণের নান্দিত্বাস উঠেছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন পিসিসি সভাপতি। তিনি এও বলেছেন, এই সময়ের মধ্যে পেট্রোল-ডিজেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণে জনজীবনে সংকট নেমে এসেছে। তিনি এও দাবি করেন, এই সংকট থেকে নিরসনের জন্য প্রয়োজন মানুষের বিপুল সমর্থন নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলা। শুধু তাই নয়, বর্তমান প্রেক্ষিতে জনগণের প্রত্যাশা পূরণে বর্তমান বিজেপি সরকার বার্থ হয়েছে বলেও দাবি করেন বীরজিং সিন্হা। তিনি এও বলেন, যে পরিস্থিতি চলছে তাতে বিজেপি সরকারকে উৎখাত না করা পর্যন্ত থেমে থাকলে চলবে না। এই সময়ের মধ্যেই আন্দোলন তেজি করতে হবে। বর্তমান প্রেক্ষিতের



কথা তুলে ধরে তিনি আরও বলেন, কংগ্রেস বসে থাকবে না। পেট্রোল-ডিজেল-সহ জ্বালানির অস্বাভাবিক মূল্য হ্রাস না হলে কংগ্রেস আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করবে। পেট্রোল ডিজেলের সাথে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির বিষয়টিও তুলে ধরেছেন তিনি। তার দাবি, বর্তমান প্রেক্ষিতে অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে সরকারকে বাধ্য করতে আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে। অন্যথায় সরকার এই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসবে না। বীরজিং সিন্হার দাবি, বৃহৎ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে কংগ্রেস ময়দানে থাকতে চায়। তবে এখন প্রশাসনের কিছু বিধি নিষেধ

থাকায় এদিন ছোট পরিসরে কংগ্রেস ভবনের সামনে আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে। আগামীদিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন হবে বলে দাবি করেন তিনি। তবে এটা ঘটনা পেট্রোল-ডিজেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিতে নান্দিত্বাস উঠেছে জনসাধারণের। মানুষ কথা বলতে শুরু করেছে। কিন্তু এই ধরনের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে শাসক দলের সাফাই গাওয়া অব্যাহত আছে। জনসাধারণের দুর্ভোগের কথা তুলে ধরে আগামীদিনেও যে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করবে তা এদিন স্পষ্ট করেন বীরজিং সিন্হা। এদিকে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ধীরেন্দ্র দেববর্মা তার পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। পিসিসি'র সাধারণ

সম্পাদকের পদ থেকে পদত্যাগ করার কথা জানিয়েছেন ধীরেন্দ্র দেববর্মা নিজেই। তবে তিনি কোন দলে আছেন এখন কিংবা কোন দলে যোগ দেবেন আগামীদিনে তা নিয়ে চলছে গুঞ্জন। তবে পিসিসি সভাপতি বীরজিং সিন্হা বলেছেন যারাই যার কাছে ছেড়ে চলে যাচ্ছে তাতে দলের কোনও ক্ষতি হবে না। তিনি দাবি করেন, যারাই কংগ্রেসের বিভিন্ন পদে ছিল তারা কংগ্রেসের শ্রীবৃদ্ধির জন্য কোনও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেননি। তবে এই ক্ষেত্রেও তিনি মনে করেন কংগ্রেসকে দুর্বল করার জন্য যারা যড়যন্ত্র করছে তারা সফল হবে না। কটাক্ষ করে বীরজিং সিন্হা বলেন, সব স্ত্রী পুজো এলে

অনেক কমিটি গঠন করা হয়, আবার সরস্বতী পুজোর পর এসব কমিটি আর থাকে না। কটাক্ষ করে তিনি এও বলেছেন, বর্তমান প্রেক্ষিতে যারাই নতুন দল গঠন করছে তাদের কোনও বিশেষ যোগ্যতা নেই। তাদের এক গুরুত্বহীন নেতা বলে দাবি করেন বীরজিং সিন্হা। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কংগ্রেস এখন ইমুভিতিক আন্দোলনে ময়দানে থাকতে চায়। এদিন বীরজিং সিন্হা জানিয়েছেন, পুরনিগম নির্বাচনে দল সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করবে। কিছুদিন আগে দলের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে কংগ্রেস ভবনে। সেই বৈঠকে বর্তমান প্রেক্ষিতে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। বীরজিং সিন্হা জানিয়েছেন, প্রাণী বাছাই থেকে অনান্য কাজওগো খুব সুচারুভাবে করা হচ্ছে। তিনি এও দাবি করেন, বর্তমান প্রেক্ষিতে বিজেপির বিকল কংগ্রেস। যারাই কংগ্রেসকে ছেড়ে গিয়ে চলে গেছে তারা কের্ণাঙ্গা হয়েছে। কিন্তু কংগ্রেসকে দুর্বল করতে পারেনি। বীরজিং সিন্হা এও বলেছেন, কংগ্রেস এমন এক রাজনৈতিক দল যারা নেতা, মন্ত্রী, বিধায়ক বামারা আর তাদেরকে লুফে নেয় অন্য রাজনৈতিক দল।



শিশু শিল্পী অর্চিত দেবের হাতে পেপিলের কারুকার্যে রূপ পেতো দেবী দুর্গা।